মুদ্রা ও মুদ্রা বিনিময় হার সংক্রান্ত ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন

জুলাই-সেপ্টেম্বর, ২০১৬

গবেষণা বিভাগ
বাংলাদেশ ব্যাংক

প্রতিবেদনটি গবেষণা বিভাগের অর্থ ও ব্যাংকিং উপ-বিভাগ কর্তৃক প্রস্তুত করা হয়েছে। উক্ত প্রতিবেদন সম্পর্কে কোন মন্তব্য/পরামর্শ থাকলে উল্লিখিত ই-মেইল (arjina.efa@bb.org.bd; sanaullah.talukder@bb.org.bd; abdul.karim@bb.org.bd) এ যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ জানানো যাচ্ছে।

প্রতিবেদন প্রস্তুত কমিটি

প্রধান সমন্বয়কারী

ডঃ মোঃ আখতারুজ্জামান

অর্থনৈতিক উপদেষ্টা

সমন্বয়কারী

বিলকিস সুলতানা

মহাব্যবস্থাপক

সদস্য

মোঃ আব্দুল করিম

উপ-মহাব্যবস্থাপক

মোঃ সানাউল্লাহ্ তালুকদার

যুগ্ম-পরিচালক

আরজিনা আক্তার ইফা

উপ-পরিচালক

মুদ্রা ও মুদ্রা বিনিময় হার সংক্রান্ত ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন

(জুলাই-সেপ্টেম্বর, ২০১৬)

বিশ্ব অর্থনীতিতে প্রবৃদ্ধির মন্থর গতি সত্ত্বেও বাংলাদেশের সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা ও উচ্চ প্রবৃদ্ধির গতিধারা বজায় রয়েছে। ২০১৬ অর্থবছরে গড় বার্ষিক মূল্যস্ফীতি ৬.২ শতাংশ লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে জুন ২০১৬- এ তা ৫.৯২ শতাংশে নামিয়ে আনার পাশাপাশি ৭.১ শতাংশ দেশজ উৎপাদন প্রবৃদ্ধি অর্জন সম্ভব হয়েছে। বিগত অর্থবছরে অভ্যন্তরীণ চাহিদা ও উৎপাদনশীল খাতে পর্যাপ্ত অর্থায়নের মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধির পাশাপাশি জোরালো ৯.৮ শতাংশ রপ্তানি প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে। উৎপাদন প্রবৃদ্ধির এ সাফল্য অভ্যন্তরীণ ঋণ প্রবৃদ্ধির নির্ধারিত ১৫.৫ শতাংশ লক্ষ্যমাত্রার মধ্যেই অর্জিত হয়েছে বলে অনুমিত হয়। প্রবৃদ্ধির ধারা আরো জোরদারকরণের উপযুক্ত ক্ষেত্র প্রস্তুত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক ২০১৭ অর্থবছরের প্রথমার্ধের মুদ্রানীতি ভঙ্গি প্রণয়ন করেছে, যা সামাজিক ন্যায়বোধে উজ্জীবিত অন্তর্ভুক্তিমূলক ও পরিবেশবান্ধব উচ্চতর প্রবৃদ্ধি অর্জনে সহায়তার পাশাপাশি ঋণ যোগানে প্রয়োজনের অতিরিক্ত স্ফীতি এড়িয়ে ভোক্তা মূল্যস্ফীতি পরিমিত এবং সামষ্টিক অর্থনীতির স্থিতিশীলতা জোরালো করতে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। অর্থবছরের প্রথমার্ধের মুদ্রানীতি ভঙ্গিতে দেশজ উৎপাদনে ৭.২ শতাংশ প্রকৃত প্রবৃদ্ধি এবং ৫.৮ শতাংশ মূল্যস্ফীতির মাত্রা ধরে ব্যাপক মুদ্রা সরবরাহের প্রবৃদ্ধি জুন ২০১৭ শেষে ১৫.৫ শতাংশে প্রক্ষেপণ করা হয়েছে। মুদ্রানীতি কার্যক্রমের আওতায় কৃষি, এসএমইসহ উৎপাদনশীল খাতে ঋণের সদ্ব্যবহার, আর্থিক খাতে ঋণ শৃঙ্খলা, ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ও বাংলাদেশ ব্যাংকের নিবিড় নজরদারি বৃদ্ধি, টেকসই অন্তর্ভুক্তিমূলক ও পরিবেশবান্ধব অর্থায়নের বিষয়গুলো বাস্তবায়নে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কার্যকরী বিভিন্ন নীতি সহায়তা ও রেগুলেটরি পদক্ষেপ গ্রহণ অব্যাহত থাকবে বলে অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করা হয়েছে।

২। মুদ্রা ও ঋণ পরিস্থিতি

মুদ্রা যোগান (M2) ঃ ২০১৭ অর্থবছরের জুলাই-সেপ্টেম্বর ত্রৈমাসিকে মুদ্রা যোগান এপ্রিল-জুন ২০১৬ ত্রৈমাসিকের ৯১৬৩.৭৮ বিলিয়ন টাকার তুলনায় ১.৬৫ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ৯৩১৫.২৩ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায় যা এপ্রিল-জুন ২০১৬ ত্রৈমাসিকে পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকের তুলনায় ৭.৪১ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছিল (সংযোজনী দ্রষ্টব্য)। মূলতঃ নীট বৈদেশিক সম্পদের বৃদ্ধির (৫.৮৪ শতাংশ) ফলে মুদ্রা যোগানের এ প্রবৃদ্ধি ঘটে। আলোচ্য ত্রৈমাসিকে মেয়াদি আমানত ৩.৭২ শতাংশ বৃদ্ধি পায় এবং তলবি আমানত ৭.৮৫ শতাংশ হ্রাস পায়। এ সময়ে জনগণের হাতে থাকা কারেন্সি নোট ও মুদ্রার (Currency outside banks) পরিমাণ ৩.২৩ শতাংশ হ্রাস পায়, যা পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক শেষে ২৬.৩৮ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছিল। বাৎসরিক ভিত্তিতে সেপ্টেম্বর ২০১৬ শেষে মুদ্রা যোগানের প্রবৃদ্ধি দাঁড়ায় ১৩.৪০ শতাংশ যা পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ে ছিল ১৩.৩১ শতাংশ।

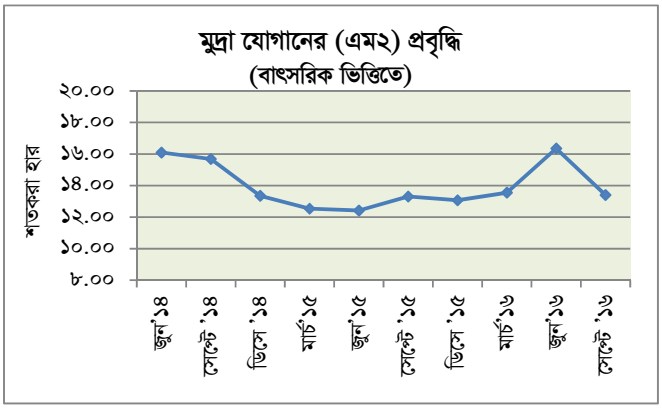

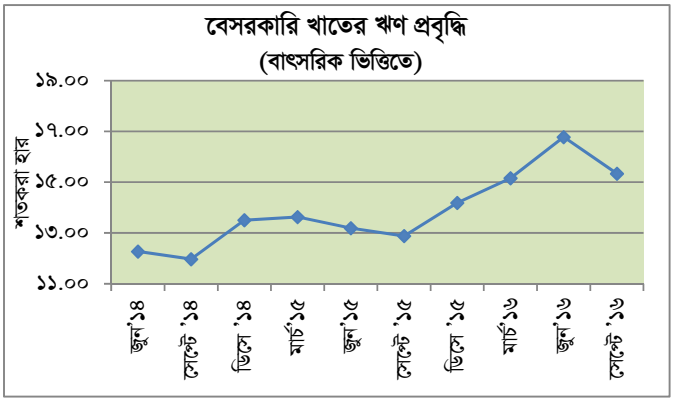

অভ্যন্তরীণ ঋণ ঃ ২০১৭ অর্থবছরের জুলাই-সেপ্টেম্বর ত্রৈমাসিকে মোট অভ্যন্তরীণ ঋণ পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকের তুলনায় ১.০৫ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ৮০৯৭.১৩ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। উল্লেখ্য, এপ্রিল-জুন ২০১৬ ত্রৈমাসিকে অভ্যন্তরীণ ঋণ পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকের তুলনায় ৬.৩৪ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছিল। বাৎসরিক ভিত্তিতে সেপ্টেম্বর ২০১৬ শেষে অভ্যন্তরীণ ঋণের প্রবৃদ্ধি দাঁড়ায় ১১.৮৯ শতাংশ যা পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ে ছিল ৯.৯৪ শতাংশ।

আলোচ্য ত্রৈমাসিকে ব্যাংকিং ব্যবস্থা থেকে সরকারের ক্রমপুঞ্জিভূত নীট ঋণ[১] ০.৪৯ শতাংশ হ্রাস পায় যা পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকে ১৪.৪৭ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছিল। বাৎসরিক ভিত্তিতে সেপ্টেম্বর, ২০১৬ শেষে ব্যাংকিং ব্যবস্থা থেকে সরকারের ক্রমপুঞ্জিভূত নীট ঋণ ৩.৮২ শতাংশ হ্রাস পায় যা পূর্ববর্তী বছরের একই সময় শেষে ২.৫৩ শতাংশ হ্রাস পেয়েছিল। আলোচ্য ত্রৈমাসিকে অন্যান্য সরকারি খাতে ঋণ[১] ০.৮৭ শতাংশ হ্রাস এবং বেসরকারি খাতে ঋণ[১] ১.৩৬ শতাংশ বৃদ্ধি পায়। পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকে এবং পূর্ববর্তী বছরের একই ত্রৈমাসিকে বেসরকারি খাতে ঋণের প্রবৃদ্ধি ছিল যথাক্রমে ৫.৪৩ শতাংশ এবং ২.৬৩ শতাংশ। বাৎসরিক ভিত্তিতে সেপ্টেম্বর, ২০১৬ শেষে বেসরকারি খাতে ঋণের প্রবৃদ্ধি দাঁড়ায় ১৫.৩৪ শতাংশ যা সেপ্টেম্বর ২০১৫ শেষে ছিল ১২.৮৮ শতাংশ। মোট অভ্যন্তরীণ ঋণে বেসরকারি খাতের ঋণের অংশ সেপ্টেম্বর ২০১৫ শেষে শতকরা ৮১.৪৯ ভাগ থেকে কিছুটা বৃদ্ধি পেয়ে সেপ্টেম্বর ২০১৬ শেষে শতকরা ৮৪.০০ ভাগে দাঁড়ায়।

নীট বৈদেশিক সম্পদ ঃ ২০১৭ অর্থবছরের জুলাই-সেপ্টেম্বর ত্রৈমাসিকে ব্যাংক ব্যবস্থার নীট বৈদেশিক সম্পদ (NFA) পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকের তুলনায় ৫.৮৪ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ২৪৬৭.৪৬ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। উল্লেখ্য, এপ্রিল-জুন ২০১৬ ত্রৈমাসিকে পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকের তুলনায় নীট বৈদেশিক সম্পদ ৫.৮১ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছিল। বাৎসরিক ভিত্তিতে সেপ্টেম্বর ২০১৬ শেষে NFA ২১.০৯ শতাংশ বৃদ্ধি পায় যা সেপ্টেম্বর ২০১৫ শেষে ২৩.৪৩ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছিল। মূলতঃ রপ্তানি আয়, সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগ (FDI) এবং মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি ঋণ (MLT) এর উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি NFA এর প্রবৃদ্ধি অর্জনে সহায়ক ভূমিকা রাখে।

রিজার্ভ মুদ্রা ঃ ২০১৭ অর্থবছরের জুলাই-সেপ্টেম্বর ত্রৈমাসিকে রিজার্ভ মুদ্রা পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকের তুলনায় ১.৭৬ শতাংশ হ্রাস পেয়ে ১৮৯৮.০৮ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। উল্লেখ্য, এপ্রিল-জুন ২০১৬ ত্রৈমাসিকে পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকের তুলনায় ১৯.৩৫ শতাংশ বৃদ্ধি এবং ২০১৫ অর্থবছরের জুলাই-সেপ্টেম্বর ত্রৈমাসিকে রিজার্ভ মুদ্রা পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকের তুলনায় ৯.৫৫ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছিল। আলোচ্য ত্রৈমাসিকে বাংলাদেশ ব্যাংকের নীট অভ্যন্তরীণ সম্পদের পরিমাণ ৬৮.৩২ শতাংশ এবং নীট বৈদেশিক সম্পদ ৬.৪৭ শতাংশ বৃদ্ধি পায়। এ সময়ে বাংলাদেশ ব্যাংক হতে সরকারের গৃহীত ক্রমপুঞ্জিভূত নীট ঋণের পরিমাণ ১২৩.৭০ বিলিয়ন টাকা হ্রাস পায় যা পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকে ৮৬.৫০ বিলিয়ন টাকা বৃদ্ধি পেয়েছিল। বাৎসরিক ভিত্তিতে সেপ্টেম্বর ২০১৬ শেষে বাংলাদেশ ব্যাংক হতে সরকারের গৃহীত ক্রমপুঞ্জিভূত নীট ঋণের পরিমাণ ৫৯.২১ বিলিয়ন টাকা বৃদ্ধি পায় যা পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ে ২৫.২১ বিলিয়ন টাকা হ্রাস পেয়েছিল। বাৎসরিক ভিত্তিতে সেপ্টেম্বর ২০১৬ শেষে রিজার্ভ মুদ্রার প্রবৃদ্ধি দাঁড়ায় ১৪.১৭ শতাংশ। পূর্ববর্তী বছরের একই সময় শেষে এ প্রবৃদ্ধির হার ছিল ৩৩.৪১ শতাংশ।

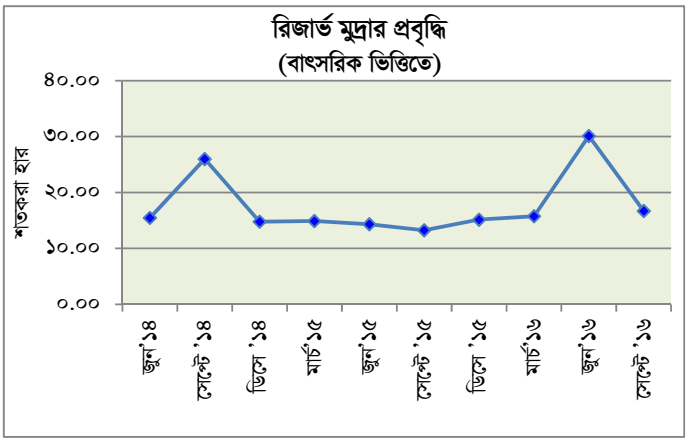

[১] accrued interest সহ

মূল্যস্ফীতি

আন্তর্জাতিক বাজারে পণ্যমূল্য হ্রাসের প্রভাব, অনুকূল আবহাওয়া, বিভিন্ন নীতি সহায়তা, বর্ধিত কৃষি ঋণ এগুলোর কারণে খাদ্য শষ্যের পর্যাপ্ত ফলন এবং গৃহীত মুদ্রানীতির সতর্ক বাস্তবায়নের সূত্রে চলতি অর্থবছরে মূল্যস্ফীতি সার্বিকভাবে হ্রাস পাচ্ছে। গড় মূল্যস্ফীতি জুন'১৬ শেষের ৫.৯২ শতাংশ থেকে ক্রমান্বয়ে হ্রাস পেয়ে সেপ্টেম্বর'১৬ শেষে ৫.৭১ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। গড় খাদ্য মূল্যস্ফীতিও জুন'১৬ শেষের ৪.৯০ শতাংশ থেকে ধারাবাহিকভাবে হ্রাস পেয়ে সেপ্টেম্বর'১৬ শেষে ৪.৫৬ শতাংশে দাঁড়িয়েছে; অন্যদিকে, গড় খাদ্য-বহির্ভূত মূল্যস্ফীতি জুন'১৬ শেষের ৭.৪৭ শতাংশ থেকে হ্রাস-বৃদ্ধির মধ্য দিয়ে সেপ্টেম্বর'১৬ শেষে দাঁড়িয়েছে ৭.৪৮ শতাংশ। তবে, পয়েন্ট-টু-পয়েন্ট ভিত্তিক সাধারণ মূল্যস্ফীতি জুন'১৬ শেষের ৫.৫৩ শতাংশ থেকে আগষ্ট'১৬ শেষে ৫.৩৭ শতাংশে হ্রাস পায় যা সেপ্টেম্বর'১৬ শেষে কিছুটা বৃদ্ধি পেয়ে পুনঃরায় ৫.৫৩ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। মৌসুমীগত কারণে বাজারে খাদ্য শস্যের যোগান স্বল্পতা ও ঈদ উৎসবের কারণে সেপ্টেম্বর'১৬ শেষে পয়েন্ট-টু-পয়েন্ট মূল্যস্ফীতি কিছুটা বৃদ্ধি পেয়েছে বলে ধারণা করা যায়। সাম্প্রতিক কালের মূল্যস্ফীতির গতিধারা নিম্নে সারণি-২ এবং লেখচিত্রের মাধ্যমে দেখানো হলো।

সারণি-২ ঃ মূল্যস্ফীতির গতিধারা (শতকরা হার)

সময়	বারো মাসের গড়ভিত্তিক			বারো মাসের পয়েন্ট-টু-পয়েন্ট ভিত্তিক		
	সাধারণ	খাদ্য	খাদ্য-বহির্ভূত	সাধারণ	খাদ্য	খাদ্য-বহির্ভূত
জুন ২০১৩	৬.৭৮	৫.২২	৯.১৭	৮.০৫	৮.২৬	৭.৭৫
জুন ২০১৪	৭.৩৫	৮.৫৭	৫.৫৪	৬.৯৭	৮.০০	৫.৪৫
জুন ২০১৫	৬.৪১	৬.৬৮	৫.৯৯	৬.২৫	৬.৩২	৬.১৫
সেপ্টেম্বর ২০১৫	৬.২৪	৬.২৫	৬.২২	৬.২৪	৫.৯২	৬.৭৩
জুন ২০১৬	৫.৯২	৪.৯০	৭.৪৭	৫.৫৩	৪.২৩	৭.৫০
জুলাই ২০১৬	৫.৮৪	৪.৭৬	৭.৪৮	৫.৪০	৪.৩৫	৬.৯৮
আগস্ট ২০১৬	৫.৭৭	৪.৬২	৭.৫৩	৫.৩৭	৪.৩০	৭.০০
সেপ্টেম্বর ২০১৬	৫.৭১	৪.৫৬	৭.৪৮	৫.৫৩	৫.১০	৬.১৯

উৎস ঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (ভিত্তি বছর ২০০৫-০৬=১০০)।

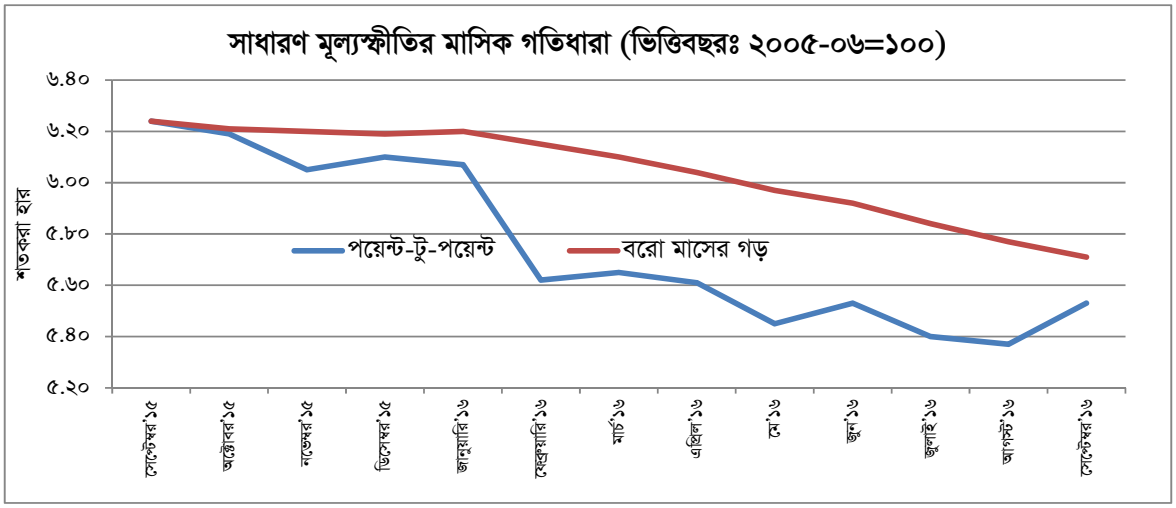

তারল্য পরিস্থিতি ঃ সেপ্টেম্বর, ২০১৬ শেষে ব্যাংকিং ব্যবস্থায় (বিশেষায়িত ব্যাংকগুলো ব্যতীত) মোট তরল সম্পদের পরিমাণ দাঁড়ায় ২৬২৫.৭৮ বিলিয়ন টাকা, যার মধ্যে দায়হীন অনুমোদিত সিকিউরিটিজ এর পরিমাণ ১৯১৬.৮৩ বিলিয়ন টাকা (মোট তরল সম্পদের ৭৩.০০ শতাংশ), বাংলাদেশ ব্যাংকের নিকট জমা ৬০৪.৯৫ বিলিয়ন টাকা (মোট তরল সম্পদের ২৩.০৪ শতাংশ) এবং নিজস্ব সিন্দুকে রক্ষিত অর্থের পরিমাণ ১০৪.০০ বিলিয়ন টাকা (মোট তরল সম্পদের ৩.৯৬ শতাংশ)। উল্লেখ্য, সেপ্টেম্বর ২০১৫ শেষে ব্যাংকিং ব্যবস্থায় (বিশেষায়িত ব্যাংকগুলো ব্যতীত) মোট তরল সম্পদের পরিমাণ ছিল ২৪৮৬.৫১ বিলিয়ন টাকা ।

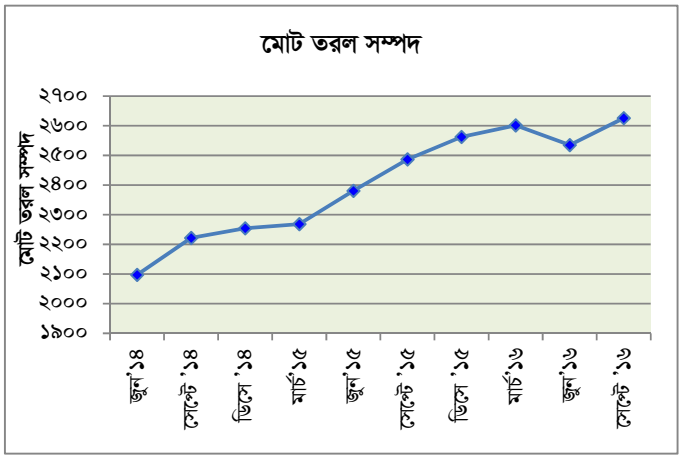

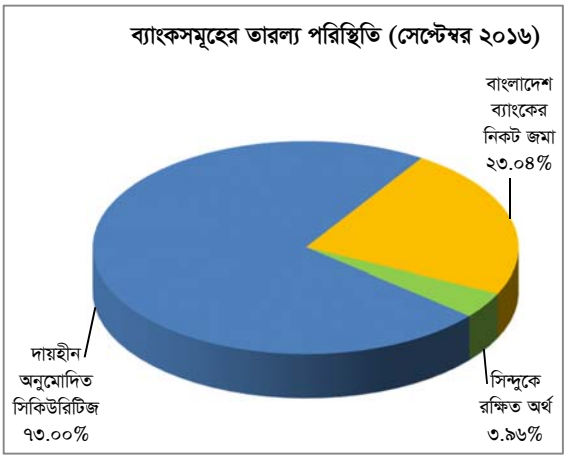

৩। মুদ্রা বাজার কার্যক্রম

মুদ্রানীতির উদ্দেশ্য পূরণ এবং তারল্য পরিস্থিতিকে নিয়ন্ত্রণ করার পাশাপাশি আন্তঃব্যাংক বাজারে কল মানি রেট স্থিতিশীল রাখার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক রেপো এবং রিভার্স রেপো নিলাম পরিচালনা করে এবং প্রয়োজনমত সময়ে সময়ে রেপো ও রিভার্স রেপো সুদ হার পরিবর্তন করে থাকে। এরই ধারাবাহিকতায় সর্বশেষ ১৪ জানুয়ারি ২০১৬ তারিখে রেপো ও রিভার্স রেপো সুদ হার ৭.২৫ ও ৫.২৫ ভাগ থেকে ৫০ বেসিস পয়েন্ট হ্রাস করে যথাক্রমে শতকরা ৬.৭৫ ভাগ ও শতকরা ৪.৭৫ ভাগে পুনঃনির্ধারণ করা হয়েছে।

কল মানি ঃ জুলাই-সেপ্টেম্বর, ২০১৬ ত্রৈমাসিকে কল মানি মার্কেটে সুদ হার দৈনিক ভিত্তিতে সর্বনিম্ন ১.০০ শতাংশ এবং সর্বোচ্চ ৪.৫০ শতাংশের মধ্যে সীমিত থাকে। যে কোন ধরনের অপ্রত্যাশিত পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক কলমানি মার্কেট সুদ হারের গতিবিধির ওপর নজরদারি অব্যাহত রেখেছে। আলোচ্য ত্রৈমাসিকে কল মানি মার্কেটে মোট ৩১৬৮.০৭ বিলিয়ন টাকা লেনদেন হয় যা পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকে ছিল ৪১৮৮.৮০ বিলিয়ন টাকা।

রেপো ঃ জুলাই-সেপ্টেম্বর, ২০১৬ ত্রৈমাসিকে দৈনিক ভিত্তিতে রেপো এর ০২টি নিলাম অনুষ্ঠিত হয়। এ নিলামে ০.৪৮ বিলিয়ন টাকার ০২টি দরপত্র পাওয়া যায় এবং সকল দরপত্রই গৃহীত হয়। গৃহীত দরপত্রের সুদের হার ছিল ৬.৭৫-৯.৭৫। পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকে প্রাত্যহিক ভিত্তিতে সর্বমোট ১০ দিন মেয়াদি ৮.৪৮ বিলিয়ন টাকার ০১টি দরপত্র পাওয়া যায় এবং দরপত্রটি গৃহীত হয়।

রিভার্স রেপো ঃ আলোচ্য ত্রৈমাসিকে বিভিন্ন মেয়াদের নিলাম অনুষ্ঠিত হলেও কোন রিভার্স রেপো গৃহীত হয়নি। উল্লেখ্য, পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকেও কোন রিভার্স রেপো ছিল না।

সরকারি ট্রেজারি বিল ঃ জুলাই-সেপ্টেম্বর, ২০১৬ ত্রৈমাসিকে ট্রেজারি বিলের সাপ্তাহিক ভিত্তিতে ১১টি নিলাম অনুষ্ঠিত হয়। এসব নিলামে পূর্ব নির্ধারিত মোট ১৭৬.৮২ বিলিয়ন টাকার লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ৫২০.৪৭ বিলিয়ন টাকার অভিহিত মূল্যের ৮৩৮টি দরপত্রের মধ্যে ১৬৭.০৮ বিলিয়ন টাকার ২৩০টি দরপত্র গৃহীত হয়। গৃহীত দরপত্রের পরিমাণ দাখিলকৃত দরপত্রের ৩২.১০ শতাংশ এবং নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রার ৯৪.৪৯ শতাংশ। চলতি ত্রৈমাসিকে উল্লিখিত বিলের বিপরীতে ৯.৭৪ বিলিয়ন টাকা বাংলাদেশ ব্যাংক বরাবর ডিভল্ব করা হয়। পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকে (এপ্রিল-জুন, ২০১৬) মোট ১৭৫.৫০ বিলিয়ন টাকার লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে দাখিলকৃত ৫৫০.৩১ বিলিয়ন টাকার দরপত্র হতে ১৬৫.৮১ বিলিয়ন টাকার দরপত্র গ্রহণ করা হয় এবং সে সময়ে গৃহীত দরপত্র ছিল দাখিলকৃত দরপত্রের ৩০.১৩ শতাংশ এবং লক্ষ্যমাত্রার ৯৪.৪৮ শতাংশ। পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকে ৯.৬৮ বিলিয়ন টাকা বাংলাদেশ ব্যাংক বরাবর ডিভল্ব করা হয়। পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকের তুলনায় আলোচ্য ত্রৈমাসিকে দাখিলকৃত দরপত্রের পরিমাণ হ্রাস পেলেও গৃহীত দরপত্রের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়।

আলোচ্য ত্রৈমাসিকে সকল মেয়াদি ট্রেজারি বিলের গৃহীত দরপত্রসমূহের ভারীত গড় বার্ষিক আয় হারের সার্বিক পরিসীমা ছিল সর্বনিম্ন ৩.১৫ শতাংশ এবং সর্বোচ্চ ৫.৮৯ শতাংশ, যা পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকে ছিল সর্বনিম্ন ৩.০৩ শতাংশ এবং সর্বোচ্চ ৫.২৩ শতাংশ। জুলাই-সেপ্টেম্বর, ২০১৫ ত্রৈমাসিকে এ হারের পরিসীমা ছিল সর্বনিম্ন ৫.২৭ শতাংশ এবং সর্বোচ্চ ৬.৬৭ শতাংশ। আলোচ্য ত্রৈমাসিকে ১৭৬.৮২ বিলিয়ন টাকার ট্রেজারি বিল ইস্যু হয় এবং ১৪০.৫০ বিলিয়ন টাকার বিভিন্ন মেয়াদি ট্রেজারি বিলের মেয়াদ পূর্তির ফলে ত্রৈমাসিক শেষে (৩০ সেপ্টেম্বর, ২০১৬) ট্রেজারি বিলের নীট স্থিতি পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকের স্থিতির তুলনায় ৩৬.৩২ বিলিয়ন টাকা বৃদ্ধি পেয়ে ৩০৪.৩২ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক শেষে (৩০ জুন, ২০১৬) এ স্থিতির পরিমাণ ছিল ২৬৮.০০ বিলিয়ন টাকা। ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০১৬ শেষে ট্রেজারি বিলের স্থিতির পরিমাণ পূর্ববর্তী বছরের অনুরূপ সময়ের (৩০ সেপ্টেম্বর, ২০১৫) তুলনায় ৭৪.৫১ বিলিয়ন টাকা কম। ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০১৫ শেষে ট্রেজারি বিলের স্থিতি ছিল ৩৭৮.৮৩ বিলিয়ন টাকা।

বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট ট্রেজারি বন্ড ঃ জুলাই-সেপ্টেম্বর, ২০১৬ ত্রৈমাসিকে বিভিন্ন মেয়াদি ট্রেজারি বন্ডের মোট ১০টি নিলাম অনুষ্ঠিত হয়। এসব নিলামে পূর্বনির্ধারিত ৪৫.৫০ বিলিয়ন টাকা লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ১২৮.৪৯ বিলিয়ন টাকার অভিহিত মূল্যের ৪৫৯টি দরপত্রের মধ্যে ৩৯.৭৫ বিলিয়ন টাকার ১৪৪টি দরপত্র গৃহীত হয় এবং ৫.৭৫ বিলিয়ন টাকা বাংলাদেশ ব্যাংক বরাবর ডিভল্ব করা হয়। গৃহীত দরপত্রের টাকার পরিমাণ ছিল দাখিলকৃত দরপত্রের ৩০.৯৪ শতাংশ এবং লক্ষ্যমাত্রার ৮৭.৩৬ শতাংশ। পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকে (এপ্রিল-জুন, ২০১৬) মোট ৯৭.০০ বিলিয়ন টাকা লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ২০৫.৪২ বিলিয়ন টাকার দাখিলকৃত দরপত্রের মধ্যে ৭৯.৪২ বিলিয়ন টাকার দরপত্র গৃহীত হয় এবং ১৭.৫৭ বিলিয়ন টাকা বাংলাদেশ ব্যাংক বরাবর ডিভল্ব করা হয়। পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকের তুলনায় আলোচ্য ত্রৈমাসিকে দাখিলকৃত এবং গৃহীত দরপত্রের পরিমাণ উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাস পায়।

আলোচ্য ত্রৈমাসিকে বিভিন্ন মেয়াদি ট্রেজারি বন্ডের গৃহীত দরপত্রসমূহের ভারীত গড় বার্ষিক আয় এবং কুপন রেটের সীমা ছিল যথাক্রমে ৫.৩১ শতাংশ থেকে ৮.৪৪ শতাংশ এবং ৫.৩৯ শতাংশ থেকে ৮.৪৮ শতাংশ। আলোচ্য ত্রৈমাসিক শেষে সকল মেয়াদি ট্রেজারি বন্ডের মোট স্থিতির পরিমাণ দাঁড়ায় ১২৯০.২৭ বিলিয়ন টাকা, যা পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক (এপ্রিল-জুন, ২০১৬) শেষের স্থিতির তুলনায় ১৩.০০ বিলিয়ন টাকা (১.০২ শতাংশ) এবং পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ের তুলনায় ৮৮.৫৪ বিলিয়ন টাকা (৭.৩৭ শতাংশ) বেশি।

০৭-দিন মেয়াদী বাংলাদেশ ব্যাংক বিল ঃ জুলাই-সেপ্টেম্বর, ২০১৬ ত্রৈমাসিকে ০৭-দিন মেয়াদি বাংলাদেশ ব্যাংক বিলের মোট ৫৪টি নিলাম অনুষ্ঠিত হয়। এ সকল নিলামে ১৬৬৬.৩৮ বিলিয়ন টাকা অভিহিত মূল্যের ৫৮৪টি দরপত্র পাওয়া যায়

এবং সকল দরপত্রই গৃহীত হয়েছে। গৃহীত দরপত্রের ভারীত গড় বার্ষিক আয় হারের সীমা ছিল ২.৯৭ শতাংশ থেকে ২.৯৮ শতাংশ। সেপ্টেম্বর, ২০১৬ শেষে ০৭ দিন মেয়াদি বাংলাদেশ ব্যাংক বিলের স্থিতি দাঁড়ায় ১৬৩.৬৩ বিলিয়ন টাকা। পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকে (এপ্রিল-জুন, ২০১৬) ১৪৭৫.৭৮ বিলিয়ন টাকা অভিহিত মূল্যের ৪৩৮টি দরপত্রের মধ্যে ১৪৭৩.৬৮ বিলিয়ন টাকার ৪৩৪টি দরপত্র গৃহীত হয়। পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকের তুলনায় আলোচ্য ত্রৈমাসিকে দাখিলকৃত এবং গৃহীত উভয় দরপত্রের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

১৪-দিন মেয়াদী বাংলাদেশ ব্যাংক বিল ঃ জুলাই-সেপ্টেম্বর, ২০১৬ ত্রৈমাসিকে ১৪-দিন মেয়াদি বাংলাদেশ ব্যাংক বিলের মোট ৪৬টি নিলাম অনুষ্ঠিত হয়। এ সকল নিলামে ৩০৮.৬৬ বিলিয়ন টাকা অভিহিত মূল্যের ১০১টি দরপত্র পাওয়া যায় এবং সকল দরপত্রই গৃহীত হয়। গৃহীত দরপত্রসমূহের ভারীত গড় বার্ষিক আয়ের হারের সীমা ছিল ২.৫০ শতাংশ থেকে ২.৯৮ শতাংশ। সেপ্টেম্বর, ২০১৬ শেষে ১৪ দিন মেয়াদি বাংলাদেশ ব্যাংক বিলের স্থিতি দাঁড়ায় ৫৮.৩৫ বিলিয়ন টাকা। পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকে (এপ্রিল-জুন, ২০১৬) ৪২০.৩৪ বিলিয়ন টাকা অভিহিত মূল্যের ১৪৭টি দরপত্র পাওয়া যায় যার মধ্যে ৪১৯.০৯ বিলিয়ন টাকার ১৪৩টি দরপত্র গৃহীত হয়। পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকের তুলনায় আলোচ্য ত্রৈমাসিকে দাখিলকৃত এবং গৃহীত উভয় দরপত্রের পরিমাণ উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাস পেয়েছে।

৩০-দিন মেয়াদী বাংলাদেশ ব্যাংক বিল ঃ জুলাই-সেপ্টেম্বর, ২০১৬ ত্রৈমাসিকে ৩০-দিন মেয়াদি বাংলাদেশ ব্যাংক বিলের মোট ৩৯টি নিলামে ২১১৭.০১ বিলিয়ন টাকা অভিহিত মূল্যের ১৪৭টি দরপত্রের মধ্যে ১৮৪১.৯৬ বিলিয়ন টাকার ১২৫০টি দরপত্র গৃহীত হয়। গৃহীত দরপত্রসমূহের ভারীত গড় বার্ষিক আয় হারের সীমা ছিল ২.৯২ শতাংশ থেকে ২.৯৭ শতাংশ। সেপ্টেম্বর, ২০১৬ শেষে ৩০ দিন মেয়াদি বাংলাদেশ ব্যাংক বিলের স্থিতি দাঁড়ায় ৫৬.৫১ বিলিয়ন টাকা। পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকে (এপ্রিল-জুন, ২০১৬) ২৯৭.৩৪ বিলিয়ন টাকা অভিহিত মূল্যের ১৯৪টি দরপত্রের মধ্যে ২৭৪.১৪ বিলিয়ন টাকার ১৮৩টি দরপত্র গৃহীত হয়। পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকের তুলনায় আলোচ্য ত্রৈমাসিকে দাখিলকৃত এবং গৃহীত উভয় দরপত্রের পরিমাণ উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে।

আমানত ও আগামের সুদ হার ঃ তফসিলি ব্যাংকগুলোর আমানতের গড় ভারীত সুদ হার সেপ্টেম্বর ২০১৬ শেষে ৫.৩৯ শতাংশে দাঁড়ায়, যা জুন ২০১৬ শেষে ছিল ৫.৫৪ শতাংশ এবং সেপ্টেম্বর ২০১৫ শেষে ছিল ৬.৬৬ শতাংশ। আগামের (advances) গড় ভারীত সুদ হার সেপ্টেম্বর ২০১৬ শেষে ১০.১৫ শতাংশে দাঁড়ায় যা জুন ২০১৬ শেষে ছিল ১০.৩৯ শতাংশ এবং সেপ্টেম্বর ২০১৫ শেষে ছিল ১১.৪৮ শতাংশ। উল্লেখ্য পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকের তুলনায় আলোচ্য ত্রৈমাসিকে আমানত ও ঋণ (আগাম) উভয় সুদ হার হ্রাস পেলেও আমানতের তুলনায় আগামের সুদ হার বেশি হারে হ্রাস পাওয়ায় এ সময়ে সুদ হার ব্যবধান হ্রাস পেয়ে দাঁড়িয়েছে ৪.৭৬ শতাংশ।

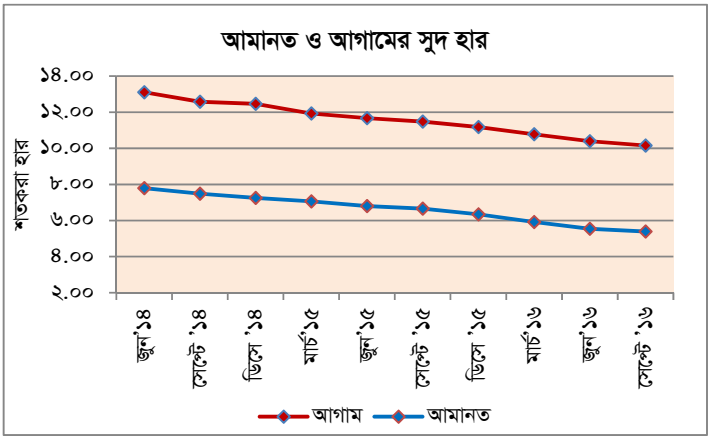

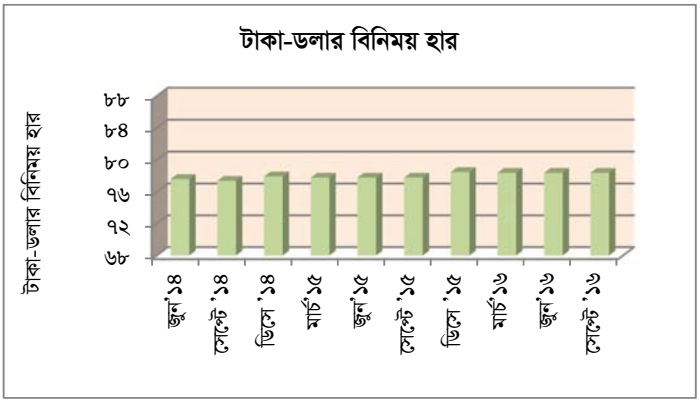

৪। বিনিময় হার পরিস্থিতি ঃ

(ক) নমিনাল বিনিময় হার (Nominal Exchange Rate) ঃ সেপ্টেম্বর ২০১৬ শেষে টাকা-ডলার বিনিময় হার জুন শেষের ৭৮.৪০ টাকায়

অপরিবর্তিত থাকে। সেপ্টেম্বর ২০১৬ শেষে টাকা-ডলার বিনিময় হার পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ের তুলনায় ০.৭৭ শতাংশ অবচিতি হয়। সেপ্টেম্বর ২০১৫ শেষে প্রতি ডলারের বিনিময় হার ছিল ৭৭.৮০ টাকা। উল্লেখ্য, বৈদেশিক মুদ্রার বাজার স্থিতিশীল রাখার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংক আন্তঃব্যাংক বাজারে ডলার ক্রয়-বিক্রয়ও করে থাকে। এরই ধারাবাহিকতায় চলতি অর্থবছরের জুলাই-সেপ্টেম্বর, ২০১৬ ত্রৈমাসিকে বাংলাদেশ ব্যাংক কোন বৈদেশিক মুদ্রা বিক্রয় করেনি বরং আন্তঃব্যাংক বৈদেশিক মুদ্রা বাজার হতে মোট ১৫১১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ক্রয় করেছে। একইভাবে, পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকে বাংলাদেশ ব্যাংক বৈদেশিক মুদ্রা বাজারে মোট ১১৮৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ক্রয় করেছিল। উল্লেখ্য, ২০১৫-১৬ অর্থবছরে বাংলাদেশ ব্যাংক আন্তঃব্যাংক বৈদেশিক মুদ্রা বাজারে মোট ৪১৩১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ক্রয় করে এবং এ সময়ে বাংলাদেশ ব্যাংক কোন বৈদেশিক মুদ্রা বিক্রয় করেনি।

(খ) **প্রকৃত কার্যকর বিনিময় হার** (Real Effective Exchange Rate) ঃ সর্বশেষ প্রাপ্ত হিসাব অনুযায়ী জুলাই-সেপ্টেম্বর, ২০১৬ ত্রৈমাসিকে টাকার প্রকৃত কার্যকর বিনিময় হার সূচক জুন শেষের ১৩৮.৩৩ থেকে ৪.২৯ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ১৪৪.২৬ হয় যা পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকে ২.২৪ শতাংশ হ্রাস এবং পূর্ববর্তী বছরের একই ত্রৈমাসিকে ৬.৫০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছিল।

৫। বৈদেশিক খাত ঃ জুলাই-সেপ্টেম্বর, ২০১৬ ত্রৈমাসিকে রপ্তানি আয় (এফওবি) পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকের তুলনায় ১২.৯৭ শতাংশ হ্রাস এবং পূর্ববর্তী বছরের একই ত্রৈমাসিকের তুলনায় ৩.৫২ শতাংশ বৃদ্ধি পায়। এ সময়ে আমদানি ব্যয়ের (এফওবি) পরিমাণ পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকের তুলনায় ৪.১৫ শতাংশ হ্রাস এবং পূর্ববর্তী বছরের একই ত্রৈমাসিকের তুলনায় ১৭.২৭ শতাংশ বৃদ্ধি পায়। প্রবাসী বাংলাদেশীদের প্রেরিত অর্থের পরিমাণ পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকের তুলনায় ১৬.৩৩ শতাংশ হ্রাস এবং পূর্ববর্তী বছরের একই ত্রৈমাসিকের তুলনায় ১৭.৭১ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে। জুলাই-সেপ্টেম্বর, ২০১৬- এ বৈদেশিক বাণিজ্য ঘাটতির পরিমাণ ২৩৬৬[স/] মিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়ায়। পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ে এ ঘাটতির পরিমাণ ছিল ১১২২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। জুলাই-সেপ্টেম্বর, ২০১৬ শেষে চলতি হিসাবের ভারসাম্যে ঘাটতির পরিমাণ দাঁড়ায় ৫০৪[স/] মিলিয়ন মার্কিন ডলার। পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ে এ হিসাবে ১৬৬৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার উদ্বৃত্ত ছিল। আলোচ্য সময়ে সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগ(FDI) এর পরিমাণ ৬৪২[স/] মিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়ায়, যা পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ে ছিল ৫৯২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।

বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ঃ সেপ্টেম্বর, ২০১৬ শেষে বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভের পরিমাণ ৩১.৩৯ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়ায়, যা প্রায় ৮.৫ মাসের গড় আমদানি ব্যয়ের সমান। উল্লেখ্য, সেপ্টেম্বর ২০১৫ শেষে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের পরিমাণ ছিল ২৬.৩৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা প্রায় ৭ মাসের আমদানি ব্যয়ের সমান। সর্বশেষ প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী ১৪ নভেম্বর, ২০১৬ তারিখে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ৩১.২৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়ায়।

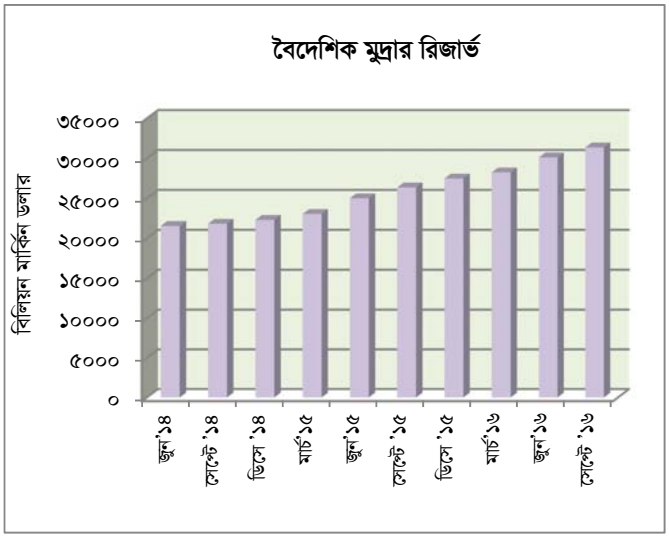

স= সংশোধিত।

জুলাই-সেপ্টেম্বর, ২০১৬ সময়কালে কতিপয় নির্বাচিত সূচকের তুলনামূলক পরিস্থিতি সংযোজনী-১ এবং অর্থ ও ব্যাংকিং খাতে গৃহীত কতিপয় উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ নিম্নে তুলে ধরা হলো।

অর্থ ও ব্যাংকিং খাতে গৃহীত উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপসমূহঃ

- যে সকল বাণিজ্যিক ব্যাংকে এজেন্ট ব্যাংকিং কার্যক্রম চালু আছে এবং যে সকল বাণিজ্যিক ব্যাংক এজেন্ট ব্যাংকিং কার্যক্রম গ্রহণ করতে ইচ্ছুক সে সকল ব্যাংক চলমান কৃষি ঋণ বিতরণ পদ্ধতির পাশাপাশি এজেন্ট ব্যাংকিং এর মাধ্যমে কৃষি ও পল্লী ঋণ বিতরণ কার্যক্রমে অংশগ্রহণের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।
- অনলাইন পেমেন্ট গেটওয়ে সার্ভিস প্রোভাইডারের মাধ্যমে সম্পাদিত প্রতি লেনদেনের সর্বোচ্চ সীমা ২০০০ মার্কিন ডলার/সমমান হতে বৃদ্ধি করে ৫০০০ মার্কিন ডলার/সমমানে উন্নীত করা হয়েছে।
- অর্থনৈতিক অঞ্চল (ইজেড) এর প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য প্রযোজ্য বৈদেশিক মুদ্রা বিধিবিধান জারী করা হয়েছে। উল্লেখ্য, বিশেষ ব্যতিক্রম ছাড়া ইপিজেড এলাকাগুলোর প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য প্রযোজ্য বৈদেশিক মুদ্রা বিধিবিধান ইজেড অঞ্চলের প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্যও প্রযোজ্য হবে।
- আইটি/সফট্ওয়্যার প্রতিষ্ঠানগুলোর বিদেশে প্রেরণযোগ্য বৈদেশিক মুদ্রার সীমা বার্ষিক ২০,০০০ মার্কিন ডলার হতে বৃদ্ধি করে ২৫,০০০ মার্কিন ডলারে পুনঃনির্ধারণ করা হয়েছে ।
- সরকার কর্তৃক দেশের রপ্তানি বাণিজ্যকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে চলতি ২০১৬-১৭ অর্থবছরে জাহাজীকৃত বিভিন্ন পণ্যভেদে ২-২০ শতাংশ পর্যন্ত হারে রপ্তানি ভর্তুকি/নগদ সহায়তা প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে।
- বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক তৈরী পোশাক শিল্প ক্ষেত্রে কারখানার বিল্ডিং নিরাপত্তা জোরদার করণে জাইকার অর্থায়নে বাংলাদেশ ব্যাংকে "Two Step Loan (TSL)` নামে একটি ফান্ড গঠন করা হয়েছে।
- বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক ব্যাংক ও নন-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য মুদ্রা বাজারের অন্যতম হাতিয়ার হিসেবে কমার্শিয়াল পেপার ইস্যু সংক্রান্ত নীতিমালা জারি করা হয়েছে। উক্ত নীতিমালা অনুযায়ী ব্যাংকসমূহ কমার্শিয়াল পেপারে Investor, Issuing & Paying Agent (IPA) ও Credit enhancement facility provider হিসেবে ভূমিকা পালন করতে পারবে।

উপসংহার ঃ পরিশেষে বলা যায় যে, আলোচ্য ত্রৈমাসিকে মুদ্রানীতিতে গৃহীত ব্যবস্থাদি কার্যকরভাবে বাস্তবায়নের ফলে সার্বিকভাবে মুদ্রা ও ঋণ পরিস্থিতি (এম২, অভ্যন্তরীণ ঋণ, রির্জাভ মানি ইত্যাদি) সন্তোষজনক ছিল। মূলতঃ মূল্যস্ফীতি হ্রাস ও উৎপাদনমূখী কর্মকান্ডে ঋণ যোগান পর্যাপ্ত রাখার লক্ষ্যে সাশ্রয়ী সুদে বৈদেশিক অর্থায়ন সংগ্রহের সূযোগ প্রদানের ফলে অভ্যন্তরীণ বাজারে টাকার আমানত ও ঋণের সুদহার নিম্নগামী রয়েছে। তবে, ব্যাংকগুলোর খেলাপি ঋণের মাত্রা প্রতিবেশি ও তুলনীয় দেশগুলোর চেয়ে বেশি থাকায় তা নিরসণসহ মুদ্রানীতি কার্যক্রমের আওতায় আর্থিক খাতে অন্যান্য পদক্ষেপ; যেমন ঋণ শ্রেণীকরণ ও প্রভিশনিং সংক্রান্ত নির্দেশনা কঠোরকরণ, অনসাইট ও অফসাইট সুপাভিশন জোরদারকরণ এবং কর্পোরেট সুশাসন ও জবাবদিহিতার ওপর বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রচেষ্টা পরবর্তীতেও অব্যাহত থাকবে।